তারিখ 31 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ বছর

৪৬ বিশিষ্ট জনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান, এবার পাচ্ছেন প্যাসকেল লামি

■ মাহবুব রনি

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৯১ বছরে দেশে-বিদেশের ৪৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আজ শনিবার সমাবর্তনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাসচিব প্যাসকেল লামি হবেন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৬তম সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও বিশেষ সমাবর্তনে এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস ও জনসংযোগ অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডক্টর অব লজ,

ডক্টর অব সায়েন্স, ডক্টর অব লিটারেচার এইসব সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ বছরের ইতিহাসে এ পর্যন্ত ২৫ জনকে ডক্টর অব লজ, ১১ জনকে ডক্টর অব সায়েন্স এবং ৯ জনকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪৫টি সমাবর্তন এবং বেশ কয়েকটি বিশেষ সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৫ জনকে এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

১৯২২ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করা হয় দি আর্ল অব রোনাল্ডসে জি.সি আই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলরকে। ১৯২৫ সালে ফিলিপ জোসেফ হারটগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর, ১৯২৭ সালে দি আর্ল অব লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরকে ডক্টর অব লজ এবং একই বছর অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৩২ সালে স্যার ফ্রান্সিস স্টানলি জ্যাকসন, স্যার চন্দ্রশেখর ভেনকট রমনকে ডক্টর অব লজ, ১৯৩৬ সালে স্যার জন এন্ডারসন, স্যার আবদুর রহিম, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে ডক্টর অব লজ, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও স্যার যদুনাথ সরকারকে ডক্টর অব সায়েন্স এবং কবি ও দার্শনিক স্যার মুহম্মদ ইকবাল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৩৭ সালে স্যার এ এফ রহমান, ১৯৪৯ খাজা নাজিমুদ্দিন, ১৯৫১ সালে আগা সুলতান মোহম্মদ শাহ আগা খান, ১৯৫২ সালে ড. আবদুল ওয়াহাব আজম, ১৯৫৬ সালে ইস্কান্দর মির্জা, ঢাবি'র তৎকালীন চ্যান্সেলর একে ফজলুল হক, মাদাম সুংগ চিং লিং, ১৯৬০ সালে ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান, জামাল আবদেল নাসের, ১৯৬৫ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৭৪ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে মরণোত্তর ডক্টর অব সায়েন্স, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে মরণোত্তর ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। একই বছর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ওস্তাদ আলী আকবর খান ও অধ্যাপক আবুল ফজলকে ডক্টর অব লিটারেচার, ড. হীরেন্দ্রলাল দে, ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেনকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সালে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম, ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অধ্যাপক ফ্রেডারিকো মায়রকে ডক্টর অব সায়েন্স, ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টর অব লজ ও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ২০০৪ সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ, ২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইউনূস, ২০০৮ সালে ভাষাসৈনিক আ ন ম গাজীউল হক ও ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনকে ডক্টর অব লজ, ২০০৯ সালে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইউয়ান টি লি, বিশ্ববিখ্যাত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবুল হুসসামকে ডক্টর অব সায়েন্স এবং একই বছর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রণজিৎ গুহকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ২০১০ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ড. আবদুল্লাহ গুল, ২০১১ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত হতে যাচ্ছেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাসচিব প্যাসকেল লামি। লামিকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ বছরের ইতিহাসে ৪৬টি সমাবর্তন ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ৪৬ জন দেশি-বিদেশি ব্যক্তিত্বকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে।

সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিখ্যাত সব ব্যক্তিকে এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসব ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত হয়, তেমনি তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা যায়। তাদেরকে তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় করে তুলতেই গ্রাজুয়েটদের সামনে সম্মাননা জানানো হয়, যাতে তরুণরা উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য আরো ভালো অবদান রাখতে পারে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে পারে।